মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া কামিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষকে বিদায় সংবর্ধনা

মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া কামিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ মোঃ খায়রল আনাম দীর্ঘ প্রায় চার দশক সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন শেষে গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে অবসরে গেছেন। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাসার হাফিজিয়া শাখা ও পৌর ইমাম সমিতির উদ্যোগে তাকে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়।

বিদায়ী বক্তব্যে তিনি সকলের কাছে দোয়া কামনা করেন এবং প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ইমাম সমিতির নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে আদালত চলাকালে এজলাসে পাথর নিক্ষেপ, অসংলগ্ন কথাবার্তা নিক্ষেপকারীর

মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের এজলাসে বিচারিক কার্যক্রম চলাকালে হঠাৎ পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে থমকে যায় আদালতের স্বাভাবিক কার্যক্রম। আতঙ্কে ছুটাছুটি শুরু করেন আইনজীবী, বিচারপ্রার্থী ও আদালত-সংশ্লিষ্টরা। এ ঘটনায় আদালত প্রাঙ্গনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের এজলাসে এ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিচার চলাকালে হঠাৎ বিকট শব্দে জানালার কাচ ভেঙে একটি পাথর এজলাস কক্ষের ভেতরে এসে পড়ে। এতে এজলাসে উপস্থিত সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং বিচারিক কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

ঘটনার পরপরই আদালতের বারান্দায় দায়িত্বরত কোর্ট পুলিশের সদস্যরা দ্রুত তৎপরতা দেখান। এ সময় অভিযুক্ত শরীফকে হাতেনাতে আটক করা হয়। তিনি মেহেরপুর শহরের নতুন শেখপাড়া এলাকার বাসিন্দা এবং মৃত রেজাউল করিমের ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, আটক ব্যক্তিকে আইনজীবীদের উপস্থিতিতে বিচারকের সামনে হাজির করা হলে তিনি স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য দেন। সেখানে তিনি দাবি করেন, ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন। যোগাযোগ করতে না পেরে এবং আদালতে প্রবেশের অনুমতি না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এজলাস লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করেন।

বিচারকের সামনে দেওয়া বক্তব্যে অভিযুক্ত আরও বলেন, তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই এবং রাষ্ট্র সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামী আদর্শ অনুসরণের কথা উল্লেখ করে একপর্যায়ে তিনি বলেন, “আমি মরলে শহীদ হব।” এরপর তিনি ধারাবাহিকভাবে অসংলগ্ন ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিতে থাকেন বলে আদালত সূত্র জানিয়েছে।

ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনায় বিচারকের নির্দেশে অভিযুক্তকে আদালতের হাজতখানায় পাঠানো হয়। পরবর্তীতে দেহ তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে একটি খাতা ও একাধিক কাগজ উদ্ধার করা হয়। এসব কাগজে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বক্তব্যসম্বলিত উস্কানিমূলক ও অস্পষ্ট লেখা পাওয়া গেছে। পুলিশ এসব আলামত জব্দ করেছে। এজলাস কক্ষের ভেতর থেকে নিক্ষিপ্ত পাথরটিও উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় আদালতের বেঞ্চ সহকারী মাসুদ রানা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করে মেহেরপুর সদর থানায় একটি এজাহার দায়ের করেছেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “আদালতের এজলাসে পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে। অভিযুক্তের বক্তব্যের পাশাপাশি তার মানসিক অবস্থাও গুরুত্বের সঙ্গে যাচাই করা হচ্ছে।”

এ ঘটনায় আদালত প্রাঙ্গনে দায়িত্বপ্রাপ্তদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা এবং ভবিষ্যতে বিচারক, আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

আমঝুপিতে ইয়ুথ ফোরাম ও ডিবেট ক্লাবের পুনর্গঠন ও বার্ষিক পরিকল্পনা সভা

মেহেরপুরের আমঝুপিতে ইয়ুথ ফোরাম ও ডিবেট ক্লাবের পুনর্গঠন, ওরিয়েন্টেশন এবং বার্ষিক পরিকল্পনা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০টার দিকে মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণ সাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মউকের নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম।

সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আমঝুপি ইউনিয়নের সহ-সভাপতি আজগর আলী মাস্টার, আমদহ ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মো. আনোয়ারুল ইসলাম এবং সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক মো. আব্দুল আলিম।

সভায় বিগত সময়ে ডিবেট ক্লাব ও ইয়ুথ ফোরামের গৃহীত কর্মসূচির ফলাফল এবং আগামীর করণীয় বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা। আলোচনায় বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ, মাদক ও শিশুবিবাহ প্রতিরোধে যুবসমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ তুলে ধরা হয় এবং একটি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উক্ত সভায় ডিবেট ক্লাব ও ইয়ুথ ফোরামের প্রায় ৫০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বলেন, যুবদের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা গেলে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং সামাজিক সমস্যা

প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

রমজান উপলক্ষে মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য র্যালি

১৪৪৭ হিজরি সনের পবিত্র রমজান উপলক্ষে মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়েছে। আজ বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টা জেলা প্রশাসন ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এ র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান করে। মাহে রমজানের পবিত্রতা রক্ষা, নৈতিকতা চর্চা এবং সংযমের শিক্ষা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, জেলা নির্বাচন অফিসার মো. এনামুল হক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুল মুনীরসহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

রমজান সামনে রেখে মেহেরপুরে জমে উঠেছে খেজুরের বাজার

পবিত্র মাহে রমজান শুরু হতে আর একদিন বাকি। রোজাকে ঘিরে মেহেরপুর, গাংনী ও মুজিবনগরের বিভিন্ন ফলের দোকানে বেড়েছে খেজুরের চাহিদা। ইফতারের প্রধান অনুষঙ্গ হওয়ায় বাজারে এখন সবচেয়ে বেশি ভিড় খেজুরের দোকানগুলোতেই।

বাজার ঘুরে দেখা যায়, প্রকার ও মানভেদে বিভিন্ন দামে বিক্রি

হচ্ছে নানা জাতের খেজুর। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী বিভিন্ন মান ও প্রকারভেদে লুলু/বরই ৫০০ টাকা, মেডজুল ১,০০০ থেকে ১,৪০০-২,২০০ টাকা, মরিয়ম ১,২০০, আজওয়া ১,২০০, মাবরুম ১,২০০, মাশরুখ ৫০০, মাশরুম ১০০, দাবাশ ৫০০, খালাস ৩৫০, জিহাদি ৩০০, বারারি ৪৫০, ফরিদা ৫০০, আদম ১,২০০ ও রেজিজ ৩৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বাজারের এক খেজুর বিক্রেতা আলী জানান, রমজান এলেই খেজুরের চাহিদা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। আমরা চেষ্টা করছি ভালো মানের খেজুর সংগ্রহ করে ক্রেতাদের হাতে তুলে দিতে। কিছু আমদানিকৃত খেজুরের দাম বেশি হলেও স্থানীয় ও সাধারণ মানের খেজুর সাশ্রয়ী দামে রয়েছে।

অন্য এক দোকানি বলেন, মেডজুল ও আজওয়া খেজুরের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। অনেকে আগেভাগেই কিনে রাখছেন যাতে রমজানে সংকট না হয়।

খেজুর কিনতে আসা বামন পাড়ার ফখরুল ক্রেতা জানান, রমজানে প্রতিদিন ইফতারে খেজুর লাগে। দাম কিছুটা বেশি মনে হলেও ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে আমরা ভালো মানের খেজুরই কেনার চেষ্টা করি।

রমজানকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই মেহেরপুরের বাজারে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। ইফতারের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন ক্রেতা-বিক্রেতারা।

মুজিবনগরে গুড নেইবারসের উদ্যোগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান

মুজিবনগরে গুড নেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির অংশীদার স্কুল এবং স্থানীয় বাজারে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে গুড নেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির উদ্যোগে এই পরিষ্কার পরিছন্ন অভিযান করা হয়, উক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযানে প্রতিবেশি যুব সংঘের সদস্যরা বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করে থাকেন, ৪০ জন যুবদের নিয়ে এই পরিষ্কার পরিছন্নটা অভিযান

অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে আমরা মুজিবনগর পর্যটন কেন্দ্র ও ভবরপাড়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গন পরিষ্কার করে । যার মূল উদ্দেশ্য ছিলো পরিবেশ রক্ষা করা, কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানো উক্ত অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভুমি), বিশেষ অতিথি ছিলেন গুড নেইবারস এর প্রজেক্ট ম্যানেজার, প্রোগ্রাম অফিসার, এবং যুব সংঘের সভাপতি এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন ।

পুনাক শো-রুম পরিদর্শনে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়

পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক), মেহেরপুর শো-রুম সজ্জিতকরণের পর তা পরিদর্শন করেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

পুনাক শো-রুম পরিদর্শনে এলে পুলিশ সুপারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান পুনাক, মেহেরপুরের সভানেত্রী টুম্পা সরকার।

সভানেত্রী টুম্পা সরকার মেহেরপুর জেলায় দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই শো-রুমের মালামাল ক্রয়-বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছেন। তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে পুনাকের স্টলে বিভিন্ন কারুশৈলী পণ্য ও জিআই পণ্য বিশেষ করে শতরঞ্জিসহ নতুন নতুন সামগ্রী সংযোজন করা হয়েছে।

শো-রুমে প্রদর্শিত কারুশৈলী ও শতরঞ্জি পণ্য পরিদর্শন করে পুলিশ সুপারসহ উপস্থিত কর্মকর্তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করেন।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল), মেহেরপুরসহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পুনাকের সহ-সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রমজান উপলক্ষে মেহেরপুরে নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সভা

পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. সৈয়দ এনামুল কবির। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার সিভিল সার্জন, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা এবং জেলার বাজার কমিটির সভাপতি ও ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতিগণ।

সভায় রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা, বাজার মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা এবং ভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জেলা প্রশাসক বাজারে অস্থিতিশীলতা ও কৃত্রিম সংকট রোধে সংশ্লিষ্টদের সমন্বিতভাবে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

একই দিনে জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সভাপতিত্বে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কৃষকদের নিকট মানসম্মত সার ও বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং বাজারে কৃত্রিম সংকট প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

এছাড়াও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত সভা, জেলা এনজিও সমন্বয় সভা এবং টিসিবি’র জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সকল সভায় জেলা প্রশাসনের সার্বিক তদারকি ও সমন্বয়ের মাধ্যমে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম আরও বেগবান করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রমজান মাসে নিত্যপণ্যের

মূল্য স্থিতিশীল রাখা ও কৃষি উপকরণের সুষ্ঠু সরবরাহ নিশ্চিত করতে নিয়মিত বাজার তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে জাতীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ জেলা কমিটির দ্বিমাসিক সভা

জাতীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরাম মেহেরপুর জেলা কমিটির দ্বিমাসিক সমন্বয় সভা মঙ্গলবার বিকাল তিনটার দিকে মউকের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সভাপতি আব্দুর রহিম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য সচিব ও মউক-এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফাহিমা খাতুন। এছাড়াও বক্তব্য দেন কমিটির সহ-সভাপতি পলি খাতুন, সহ-সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম এবং কোষাধ্যক্ষ আব্দুর রশিদ।

সভায় মেহেরপুর জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতনের বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করা হয়। পাশাপাশি আইনগত দিক, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভা শেষে কমিটির সদস্যরা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

[redacted]

[redacted] (AAA) [redacted] ‘[redacted]’[redacted] [redacted] [redacted] [